Bangladesh

"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি"

রংপুর সিটি কর্পোরেশন

সাধারণ শাখা

www.rpcc.gov.bd

স্মারক নং- ৪৬.১৮.০০০০.২০১.০২.০০১.২৩-৪১৬১(১)

তারিখঃ ২৭ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১২ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) এর ১ম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান
মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

পরিচালনায় : মোঃ রুহুল আমিন মিঞা
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

সভার স্থান : সিটি কর্পোরেশন সভা কক্ষ।

সভারতারিখ : ০৯ মার্চ ২০২৩ ইং

সময় : সকাল ১১.০০ টা

উপস্থিতি : উপস্থিত সদস্য বৃন্দের তালিকা "পরিশিষ্ট ক"

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় সকলকে সালাম ও স্বাগত জানান। সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত হয়। কমিটির সকল সদস্যগণকে নিজের পরিচয় দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালে উপস্থিত সকলেই নিজের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি বলেন, সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠনের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে এ কমিটি গঠন করা হয়েছে। অতপর সভাপতি মহোদয় সভার কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানান।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ রুহুল আমিন মিঞা সভা কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) গঠনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপস্থিত কমিটির সদস্যগণকে অবহিত করেন। তিনি বলেন সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে যে সব সমস্যা রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করণ, নাগরিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ, বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ নাগরিকদের গোচরীভূত করা, বাজেট প্রণয়নে নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি কার্যক্রমসমূহ এই কমিটির মাধ্যমে নগরবাসীকে অবহিত করা হবে। এবং এই কমিটির মাধ্যমে নাগরিকগণের প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করা হবে।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) এর রুপরেখা তুলে ধরেন তিনি বলেন জাইকার সহযোগিতায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সিটি কর্পোরেশন নাগরিক সম্পৃক্তকরণ নির্দেশিকা অনুযায়ি ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব সিটি কর্পোরেশন-সিফোরসি প্রকল্পের মাধ্যমে গঠিত হয় এই সিএলসিসি কমিটি' তিনি আরো বলেন এই কমিটিতে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মহোদয় সভাপতি, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সদস্য সচিব এবং সদস্য হিসাবে রয়েছেন উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার- রংপুর জেলা, মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি, সিটি কর্পোরেশনের স্থায়ী কমিটির সভাপতি (সকল), রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সকল বিভাগীয় প্রধানগণ, সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠনের প্রতিনিধি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, সামাজিক/ সাংস্কৃতিক/যুব সংগঠনের প্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, বেসরকারী খাত (শিল্প ও বানিজ্য), নারী প্রতিনিধি রয়েছেন। তিনি বলেন নাগরিক সুবিধার্থে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিং ট্যাক্স ডিজিটালাইজড করা হচ্ছে| যেন নাগরিকগন নির্বিঘ্নে তাদের বিলসমুহ পরিশোধ করতে পারেন| সব মিলিয়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশন সকলকে নিয়ে আমরা যেন বাসযোগ্য একটি এলাকা গড়ে তুলতে পারি তাই আমাদের কাম্য|

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভায় উপস্থিত জাইকা সিফোরসি-টু প্রকল্পের সিটি গভার্নেন্স স্পেশালিস্ট ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা কে সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক সম্পৃক্তকরণ ও সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটির ভূমিকা সম্পর্কে সার্বিক তথ্য উপস্থাপন করতে বলেন।

জাইকা বাংলাদেশের চীফ অ্যাডভাইজার মিস নাও কো আনজাই এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহানগরের বিভিন্ন শ্রেনী পেশার প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিদের নিয়ে সিএলসিসি কমিটি গঠিত হয়। সিএলসিসি সম্পর্কে মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন উপস্থাপনা করেন জাইকা বাংলাদেশের ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা।

জাইকা সিফোরসি-টু প্রকল্পের সিটি গভার্নেন্স স্পেশালিস্ট ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা, সিটি গভার্নেন্স স্পেশালিস্ট মনি মালা রায় উপস্থাপনায় সিএলসিসির গঠন, কার্যক্রম, সাধারণ আলোচ্য বিষয়সমূহ এবং সভার আগামী পরিকল্পনা বিষয়ে ধারণা দেয়া হয়। পাশাপাশি নাগরিক সম্পৃক্তকরণের মাধ্যম হিসেবে ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (ডব্লিউএলসিসি) এবং স্থায়ী কমিটির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এ কমিটির মূল কার্যক্রম হবে সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক বাজেট, অবকাঠামো, উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রশাসনিক প্রতিবেদন, বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, নাগরিক জরিপের ফলাফল ইত্যাদি উপস্থাপন, নাগরিক পরিষেবা, কর প্রদানের সম্মতি, গণমাধ্যমসহ নাগরিক প্রতিনিধিদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া, সভায় সকল প্রতিনিধিদের কাজ সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

অতঃপর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত সকল সদস্যগণের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত আলোচনা করার আহবান জানালে নিম্নরুপ আলোচনা হয়

- উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন ডাঃ মফিজুল ইসলাম মান্টু, অধাপক (অবঃ), রংপুর মেডিকেল কলেজ, তিনি বলেন দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সিটি কর্পোরেশন রংপুর, এ সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন বিচ্ছিন্নভাবে করলে সেই উন্নয়নের সুফল নাগরিকরা পাবে না, বরং নাগরিকগণের দুর্ভোগ বাড়বে এ জন্য চাই একজন দক্ষ নগরবিদ দিয়ে শত বছরের জন্য পরিকল্পনা করে সেই পরিকল্পনা মোতাবেক উন্নয়ন করা। তাহলে পরিকল্পিত নগর সেইসাথে টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।
- উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন রংপুর সিডিসি ক্লাস্টার ফেডারেশনের সভাপতি জনাব জেসমিন আক্তার তিনি দরিদ্র মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে তাকে কমিটিতে সদস্য রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করতে এবং দারিদ্র জনগোষ্ঠির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মসুচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের জন্য অনুরোধ করেন।
- জনাব জয়নাল আবেদীন, সাংবাদিক, দৈনিক জবাবদিহি, বলেন নগরীতে রাস্তার পাশের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি নগরীর মডার্ণ মোড় হতে মেডিকেল মোড় পর্যন্ত রাস্তার পাশে গড়ে ওঠা পাকা-আধাপাকা অবৈধ স্থাপনা এবং ফুটপাথে গড়ে ওঠা টং দোকানসমূহ উচ্ছেদ করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার সুবিধার্থে অভিযানের পূর্বেই অবৈধ স্থাপনাসমূহ লাল দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা হলে অভিযান কার্যক্রমে গতি বাড়বে।
- বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব মোঃ ফকরুল আলম বেঞ্জু বলেন কেবল বস্তুগত উন্নয়ন নয়, উন্নয়নে মানবিক দিকগুলোকেও প্রাধান্য দিতে হবে। তিনি শিক্ষা খাতে বিনিয়োগে পরামর্শ দেন, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উন্নয়ন কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় সুফলভোগী হয়। স্বাস্থ্য কার্যক্রমেও প্রসার ঘটাতে তিনি পরামর্শ দেন। তাহলে প্রত্যাশিত আগামী প্রজন্ম সুশিক্ষিত, সুস্বাস্থ্যবান হবে।

- জনাব গোলাম সাজ্জাদ হায়দার (স্বাধীন) আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার্স বলেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার্স গ্রুপ ও অন্যান্য ভলান্টিয়ার গ্রুপকে বর্জ্য ব্যস্থাপনাসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রচারণা ও জনসচেতনতা সৃষ্টিতে কাজে লাগানো যেতে পারে। তিনি আরো বলেন ক্লিনিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সতর্কতা ও গুরুত্বের সাথে করা দরকার এবং পলিথিনের উৎপাদন বন্ধসহ যত্রতত্র পলিথিন ব্যবহার বন্ধ করতে হবে, সেইসাথে শ্যামা সুন্দরী খালের সংস্কার এবং খালটি যেন ভাগাড়ে পরিণত না হয় সে বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

- জনাব মোঃ মিজানুর রহমান মিজু, সহকারী পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, অঞ্চল-১, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কাযক্রম সম্পর্কে উপস্থিত সকল সদস্যগণকে অবহিত করেন। তিনি বলেন যে প্রতিদিন ভোর ৫.০০ হতে পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু হয়, সড়ক সমূহ ঝাড় দেয়া ময়লা- আর্বজনাসমূহ রিক্সা-ভ্যান মারফত অপসারণ করত এস টি এস সেকেন্ডারী ডাম্পিং ষ্টেশনে জমা করা হয়। অতঃপর ডাম্প ট্রাক দ্বারা এস টি এস হতে বর্জ্য সমূহ ডাম্পিং গ্রাউন্ডে সংরক্ষন করা হয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজে ৩০ টি ডাম ট্রাক, ৪২ টি রিক্সা-ভ্যান,০২ টি স্কীড স্টেয়ার লোডার, ০১ টি স্কাভেটর, ০১ টি পানিবাহী গাড়ী, ৭১৪ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী, ৫৯ জন পরিচ্ছন্ন সুপারভাইজার, ০৫ জন পরচ্ছিন্ন পরিদর্শক, ০৩ জন সহ পরিচ্ছন্ন র্কমর্কতা ০১ জন প্রধান পরিচ্ছন্ন র্কমর্কতা নিয়োজিত রয়েছেন।

- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং রংপুর কালী মন্দিরের পুরোহিত শ্রী ধীমান ভট্টাচার্য্য সভায় উপস্থিত সকলকে জানান যে, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফার নেতৃত্বে রংপুর মহানগরীর সামগ্রিক উন্নয়ন কাজ এগিয়ে চলেছে। সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাসযোগ্য নগরী গড়তে বর্তমান পরিষদ নিরলসভাবে কাজ করছে। ইতোপূর্বে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন হলেও এভাবে CLCC এর মাধ্যমে জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে আলোচনার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। তিনি এই আয়োজনের জন্য সাধুবাদ জানান।

- জাইকা সিফরসি-২ প্রকল্পের চিফ অ্যাডভাইজার নাওকো আনজাই বলেন, জনগণের চাহিদার কথা বিবেচনা না করে কোন প্রকল্প গ্রহণ করলে সে প্রকল্প কখনো ফলপ্রসূ হয় না। এজন্য রংপুরের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনগণের মতামত যাচাইকে গুরুত্ব দিতে হবে। বিভিন্ন জরিপ, গবেষণা, বিশেষজ্ঞ মতামত, আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের পদ্ধতি ইত্যাদিকে অনুসরণ করা প্রয়োজন। উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সফল করতে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে করতে হবে কারণ যাদের জন্য উন্নয়ন তারা সম্পৃক্ত হলেই কেবল উন্নয়ন সফল এবং টেকসই হবে। তিনি জাপানের উন্নয়ন পদ্ধতির অভিজ্ঞতা সভায় উপস্থিত সকল সদস্যগণের সাথে শেয়ার করেন। তিনি বলেন, জাপানের উন্নয়নের আলোকে বলতে পারি রংপুর সিটি কর্পোরেশন ইন্টারনেট নির্ভর বিভিন্ন সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে পারে। উন্নয়ন হোক জনগণের জন্য, জনগণকে সাথে নিয়ে এবং জনগণের মাধ্যমে। এই বলেই তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
০১	বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নাগরিকদের ভূমিকাকে প্রাধান্য দিয়ে বর্জ্যসমূহ উৎসে পৃথকীকরণ অর্থাৎ পচনশীল, অপচনশীল ঝুকিপূর্ণ বর্জ্যসমূহ পৃথক সংরক্ষণ এবং সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীগনের নিকট হস্তান্তর করার বিষয়ে সিএলসিসির সদস্যগণকে জনগনের মাঝে প্রচারের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
০২	নাগরিকদের বিভিন্ন সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে মতামতের উপর ভিত্তি করে সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) এর মাধ্যমে সকল প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে করা হলে তা অনেকটা যথোপযুক্ত হবে বলে তিনি মনে করেন	প্রশাসন শাখা
০৩	নাগরিক পরিষেবার উন্নতিতে সকল শ্রেণি পেশার প্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মতামত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়েছে	প্রশাসন শাখা

সকলের বিস্তারিত আলোচনার শেষে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মাঝে ব্রজ কিশোর ত্রিপুরার উপস্থাপনায় নাগরিক জরিপ পর্ব শুরু হয়। জাইকার নির্দিষ্ট ফরম্যাটে নাগরিক জরিপের ফর্মে উপস্থিত সুধীগণ তাদের সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরেন। উক্ত জরিপের ফলাফলের মাধ্যমে পরবর্তীতে নাগরিকগণের মতামতেই নগরীর সার্বিক উন্নয়ন হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়।

সভাপতির বক্তব্যে মাননীয় মেয়র মহোদয় বলেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনের দৈনিক পঁচনশীল ও অপঁচনশীল বর্জ্য সব মিলিয়ে ৮০ থেকে ১২০ টন বর্জ্য অপসারণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে আমাদের সীমিত জায়গায় ডাম্পিং করতে হয় যা অচিরেই বর্জ্য ডাম্পিং করা করার সক্ষমতা হারাবে ফলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিকায়ন আনয়ন ছাড়া এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এছাড়া নগরকে সুন্দরভাবে গড়ার জন্য নগরীর সকল নাগরিকদের নিয়ে সম্মিলিত প্রচেস্টার মাধ্যমে একটি সুন্দর নগরী উপহার দেয়া সম্ভব। রংপুর মহানগরকে বাসযোগ্য আধুনিক ও পরিবেশগতভাবে স্বাস্থ্যকর একটি নগরে রূপান্তর করতে আগামীতে নাগরিকদের মতামতের ভিত্তিতে বাস্তবসম্মত ও সুদূরপ্রসারি বাজেট প্রনয়ন করবে রংপুর সিটি কর্পোরেশন তিনি বলেন, নগরের বিভিন্ন শ্রেনী পেশার নাগরিকদের মতামতকে প্রধান্য দিয়ে একটি উন্নত সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের রূপরেখা থাকবে আগামী বাজেটে। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রমে আরও গতি সঞ্চার করতে সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পরিশেষে এ কমিটির (CLCC) সদস্যদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা এবং সবার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মোস্তাফিজার রহমান
মেয়র
রংপুর সিটি কর্পোরেশন
ফোনঃ ০৫২১-৬৫১৮৬
ই-মেইলঃ mayor@rpcc.gov.bd

স্মারক নং- ৪৬.১৮.০০০০.১০১.০২.০০১.২৬-৪২৬২ (১)

তারিখঃ ২৭ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১২ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৩। জেলা প্রশাসক, রংপুর।
৪। সচিব, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
৫। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
৬। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
৭। নগর পরিকল্পনাবিদ, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
৮। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদা), রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
৯। বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
১০। সহকারী প্রকৌশলী (অঃ দাঃ), পানি সরবরাহ শাখা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
১১। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
১২। সহকারী প্রোগ্রামার, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
১৩। সহকারী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, অঞ্চল....., রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
১৪। মেয়র মহোদয়ের একান্ত সহকারী (মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
১৫। .....রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
১৬। অফিস নথি।

মোঃ মোস্তাফিজার রহমান
মেয়র
রংপুর সিটি কর্পোরেশন
ফোনঃ ০৫২১-৬৫১৮৬
ই-মেইলঃ mayor@rpcc.gov.bd